তৃতীয়
সানিয়া মির্জার প্রাক্তন স্বামী পাক অলরাউন্ডার শোয়েবের তৃতীয় বিয়ে
১০

সংবাদ প্রতিদিন

sangbadpratidin.in | epratidin.in | ৬ মাঘ ১৪৩০ | ৬.০০ টাকা | মেদিনীপুর সংস্করণ | রবিবার | ২১ জানুয়ারি ২০২৪ | ভিতরে ছুটি সঙ্গে রোববার ম্যাগাজিন | বৃষ্টি | সর্বনিম্ন ১২°/২১° সর্বাধিক | ১০ পাতা

ছুটি
দর্শন-প্রদর্শন। ভাস্কর লেট
৬

অযোধ্যায় নজরবন্দি প্রতিবাদী ধর্মগুরুরাও

বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত
অযোধ্যা

রাজরোষে ধর্মগুরুরাও। বিরোধী কণ্ঠস্বর রোধে মহন্তদের নজরবন্দি করল প্রশাসন। রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার ৪৮ ঘণ্টা আগেই কার্যত গৃহবন্দি করা হল বিরোধীদের। আশ্রম ও আখড়ার প্রবেশ পথে বসল কড়া পুলিশি প্রহরা। বাইরের লোকের সামনে মুখ খুলতে নিষেধ করা হয়েছে। আবার নিরাপত্তার নামে আজ থেকে কার্যত কার্ফু জারি করা হচ্ছে গোটা অযোধ্যায়। প্রশাসনের তরফে বিলি করা বৈধ পরিচয়পত্র ছাড়া অযোধ্যায় থাকতে নিষেধ করা হয়েছে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় নামানো হয়েছে আধা সামরিক বাহিনী।

আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। রাত ফুরোলেই রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠায় আচার পদ্ধতি ও পূজা পাঠ শুরু হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে সংকল্প করবেন ধর্মগুরুরা। নতুন রামলালা এখন গর্ভগৃহে অবস্থান করছেন। এবার পুরনো রামলালার পালা। জানা গিয়েছে, পুরনো মন্দির থেকে রামলালাকে নিয়ে ৫০০ মিটার দূরত্বের নতুন মন্দিরে স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। পুরো পথ হেঁটেই পাড়ি দেবেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী-সহ দেশ-বিদেশের হেভিওয়েট ভিআইপিদের পা পড়বে প্রাচীন এই জনপদে। তাই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন। নিজে অযোধ্যায় থেকে সরেজমিনে কাজ খতিয়ে দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কোনও ত্রুটি রাখতে রাজি নন তিনি। কিন্তু বললেই কি তা সম্ভব। ত্রুটিমুক্ত অনুষ্ঠান করতে গিয়ে নিজের সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুদের ওপর নামিয়ে আনলেন রাজরোষ।

দীর্ঘদিন ধরেই অসম্পূর্ণ মন্দির উদ্বোধনের বিরুদ্ধে কথা বলছিলেন

নয়ের পাতায়

■ বিক্ষুব্ধ মহন্তদের রুখতে হনুমানগঢ়ী ঘিরে র‍্যাফের ব্যারিকেড। —পিটিআই

কাল মমতার সর্বধর্ম মিছিলে সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট

স্টাফ রিপোর্টার: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২২ জানুয়ারির সর্বধর্ম মিছিলে অংশ নেবে পশ্চিমবঙ্গ সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের সদস্যরা। ট্রাস্টের সম্পাদক তপনকুমার মিশ্র শনিবার জানিয়েছেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে শুধু কলকাতা নয়, রাজ্যের ২৩টি জেলার সমস্ত ব্লকেই ভূদেবমণ্ডলী অর্থাৎ জেলা সংগঠনের সদস্যরাও সংহতি মিছিলে অংশ নেবেন। কারণ, বাংলায় ধর্মান্ধতার কোনও জায়গা নেই। এই বাংলার সর্বধর্ম ও সমস্ত সম্প্রদায়ের।’’ সংহতি মিছিলে থাকবেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু ও প্রতিনিধিরাও। অংশ নেবেন বাউল থেকে শুরু করে মুরশিদি ও ফকিরি গানের একাধিক গোষ্ঠী ও শিল্পীরাও। কলকাতায় কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিয়ে এসে হাজরা মোড় থেকে এই সংহতি মিছিলে নেতৃত্ব দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। কালীঘাটের পর তিনি বালিগঞ্জের কাছে গুরুদ্বার, ও পরে চার্চ ও মসজিদেও শ্রদ্ধা জানাবেন। এছাড়াও ওইদিন রাজ্যের সমস্ত মসজিদ, গির্জা এবং গুরুদ্বারে যাতে প্রার্থনা হয় তারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কলকাতায় মহামিছিলের পাশাপাশি জেলায় ও ব্লকে একইভাবে সর্বধর্ম মিছিল হবে। স্থানীয় সেই সমস্ত মিছিলেও সেখানকার সর্বধর্মের প্রতিনিধিরা পা মেলাবেন।

■ সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের প্রতিনিধিরা।

অযোধ্যার রামমন্দিরের সূচনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি যে বিভাজনের ঘৃণ্য রাজনীতি শুরু করেছে তার তীব্র নিন্দা করেছে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন। স্বয়ং দুই শংকরাচার্য এর তীব্র বিরোধিতা করে বলেছেন, একজন অব্রাহ্মণ হয়ে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেওয়ায় সনাতন হিন্দু ধর্মের বিরোধী। বস্তুত একই ইস্যু সামনে রেখে বিজেপির ধর্মীয় বিভাজনের বিরোধিতা করে সনাতন

নয়ের পাতায়

এক ঝলক

অর্ধদিবস এইমসে

■ **নয়াদিল্লি : কাল, সোমবার অর্ধদিবস ছুটি দিল্লির এইমসেও। বেলা আড়াইটের পর এইমসের আউটডোর খুলবে বলে শনিবার কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে। রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সমস্ত প্রতিষ্ঠানে সোমবার অর্ধদিবস ছুটি দিয়েছে। এই ছুটি থেকে বাদ রইল না এইমসও। তবে হাসপাতালের জরুরি বিভাগ খোলা থাকবে বলে জানানো হয়েছে। সোমবার ছুটি ঘোষণা করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার।**

মায়ানমারে বেড়া

■ **গুয়াহাটি : অনুপ্রবেশ রুখতে মায়ানমার সীমান্ত দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হবে বলে শনিবার অসমের তেজপুরে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সীমান্ত এলাকায় একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত মায়ানমারের বাসিন্দারা বিনা ভিসাতেই ভারতে আসতে পারে। এবার সেই ‘ফ্রি মুভমেন্ট রেজিম’ তুলে দেওয়ার কথা ভাবছে কেন্দ্র।**

পরীক্ষার দিনে ভোর ৫টা থেকে বাস-অটো

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক

স্টাফ রিপোর্টার: মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার দিনগুলোয় ভোর পাঁচটা থেকেই সচল থাকবে রাজপথ থেকে জেলা। সরকারি-বেসরকারি বাস, অটো, টোটো, ট্যাক্সি, ক্যাব সব কিছুরই দেখা মিলবে। শনিবার ময়দান টেন্টে স্কুল মধ্যশিক্ষা পর্যদ এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সঙ্গে বৈঠক শেষে বেরিয়ে একথা জানান রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। একই সঙ্গে পরীক্ষার দিনগুলোয় সকালের দিকে লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য রেলকে অনুরোধ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। বলেন, ‘‘রেলকে বলা হয়েছে, গ্যালপিং ট্রেনকে যেন পরীক্ষার দিনগুলোয় সব স্টেশনে দাঁড় করানো হয়। কারণ শুধু পরীক্ষার্থী নন, যাঁরা পরীক্ষা নেবেন সেই শিক্ষকরা, অনেকেই আছেন যাঁরা দূর থেকে আসেন। পরীক্ষা শুরুর অনেক আগে তাঁদের কেন্দ্রে পৌঁছোতে হয়। প্রশ্নপত্র স্টোর রুম থেকে আনার ব্যাপার থাকে। একই সঙ্গে সকালের দিকে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে, এবং গ্যালপিং ট্রেনকে অল স্টপেজ করতে বলা হয়েছে। আর পরীক্ষার দিনগুলোয় ভোর থেকেই সমস্ত বাস-অটো-টোটো রাস্তায় থাকবে। বেসরকারি পরিবহণ মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করে তা জানিয়ে দেওয়া হবে।’’

এবার এগিয়ে এসেছে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময়। বেলা ১২টার পরিবর্তে সকাল ৯টা ৪৫ থেকে শুরু হবে পরীক্ষা। তার আগে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে ছাত্রছাত্রীদের যাতে সমস্যা না হয়, সে কারণে পরীক্ষার দিনগুলোয় বাড়তি পরিবহণের আয়োজন করা হচ্ছে।

নয়ের পাতায়